তারুণ্য বার্তা

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ-এর একটি অনলাইন বার্তাপত্র

বর্ষ ১, সংখ্যা ১৭ ▌ ২৫ এপ্রিল ২০২০

করোনা প্রতিরোধে লড়ছেন বরিশালের ইয়ুথ লিডার সুষমা হালদার

সুষমা হালদার বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়ন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ইউনিটের একজন ইয়ুথ লিডার। তিনি ২২৫৬তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং ৯১০তম ব্যাচে 'একটিভ সিটিজেন্স ইয়ুথ লিডারশিপ' প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অনেকদিন ধরেই তিনি দি হাঙ্গার প্রোজেক্ট-এর একজন নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এলাকায় কাজ করছেন। নভেল করোনাভাইরাস যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তখন সুষমা হালদার বাসায় বসে না থেকে চেষ্টা করেছেন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

সুষমা হালদার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে মাধবপাশা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের অতিদরিদ্র মানুষেদের মাঝে সাবান, মাস্ক, প্রচারপত্র ও পোস্টার বিতরণ করেন। গত দুই সপ্তাহ ধরে পরিচালিত তার এ কাজে সাবান ও মাস্ক দিয়ে সহায়তা করে বরিশালের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সেইন্ট বাংলাদেশ'। করোনাভাইরাস সম্পর্কিত প্রচারপত্র প্রদান করে বরিশাল জেলা প্রশাসন ও 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ'। এছাড়াও হাত ধোয়ার নিয়ম সম্পর্কিত পোস্টার দিয়ে সহযোগিতা করে 'সেভ দি চিলড্রেন' ।

এছাড়াও সুষমা নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজের অর্থায়নে ঘরে বসেই মাস্ক তৈরি করেন এবং সেই মাস্কগুলো এলাকার দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ করেন। সুষমা জানান, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি এই কাজে যুক্ত রয়েছেন। তার এই উদ্যোগ করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে অনেকেই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করছেন।

সুরক্ষা এবং মানবিক সহায়তায় দৃষ্টান্ত গড়ছেন বাগেরহাটের তরুণরা

বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়ন ইয়ুথ ইউনিট হাঙ্গার ইউনিটের উদ্যোগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ ও মানবিক সহায়তায় নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাদের এই কার্যক্রম মার্চ মাসের ১৫ তারিখ থেকে এখনও চলমান। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের সদস্যরা শুরুতে সাধারণ মানুষদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচারপত্র বিতরণ, মাইকিং, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সচেতনতা বৃদ্ধি করার সময় তারা দেখেন, অতিদরিদ্র মানুষেরা সাবান কিনে ব্যবহার করতে সক্ষম না। তাই তারা এসব পরিবারে সাবান বিতরণ করেন। পরবর্তীতে লকডাউনের কারণে কর্মহীন দরিদ্র ৫০টি পরিবারকে তারা খাবার প্রদান করেন।

পরবর্তীতে আরও অনেক পরিবার খাদ্যসংকটে পড়ে। তাদের সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা এই তরুণদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এ পর্যায়ে তারা স্থানীয় বিত্তশালী মানুষের সাহায্য নিয়ে ২০ এপ্রিল ২৫০টি পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী দেন। ইতোমধ্যে তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা অব্যহত রেখেছেন, যাতে সরকারি সহায়তা প্রকৃত অসহায় পরিবারে পৌঁছে দেওয়া যায়।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে তারা নিয়মিত সাধারণ মানুষদের লকডাউন মেনে ঘরে থাকতে উৎসাহিত করছেন। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর এই প্রতিরোধমূলক এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাগেরহাট জেলার সমন্বয়কারী মাহমুদ রনি।

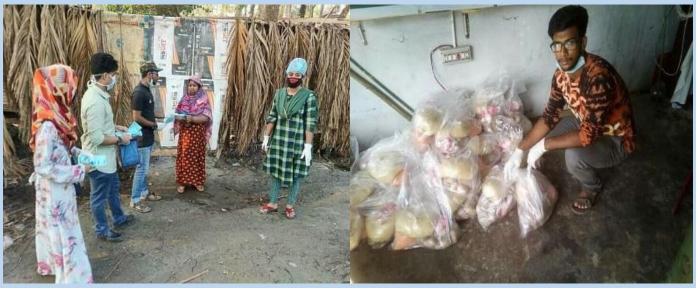

উপদেষ্টা: ড. বদিউল আলম মজুমদার, নাছিমা আক্তার জলি
সম্পাদক: শশাঙ্ক বরণ রায়, আমজাদ হোসেন রাজিব
প্রকাশনায়: ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বাংলাদেশ
সহযোগিতায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ

yeh.bd@thp.org
yeh.thpbd.org | thpbd.org
facebook.com/YEHBD

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬